টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১২ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 29th July. 1970 | ১১শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সুরভী ঘৃত ভাণ্ডার
উৎকৃষ্ট গাওয়া ও ভইসা ঘি-এর
নির্ভর-যোগ্য নূতন প্রতিষ্ঠান।
রঘুনাথগঞ্জ — পাকুড়তলা

পেটুক বামুন বিদূষক আমি
ভোজনেই প্রয়োজন,
রামেন্দ্রানুজ দুর্গাদাসের
বলিহারি আয়োজন।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ কোন্ পরিণতি ? ॥

"আরে মশাই, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কুটির শিল্প লাঠি-ছোরা-বন্ধুক-পটকা-বোমা। আগের মাল আর কাট্‌তি হয় না; এখন এদেরই বাজার।" জনান্তিকে যাহা শুনা গেল, তাহার সত্যতা আর যাহাই হউক, উল্লেখিত মারণাস্ত্রগুলি এই রাজ্যে দিনের দিনে যেভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এখানে বিভিন্ন স্থানে ইহাদেরই কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন আসে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কি বিঘ্নিত হইয়াছে ? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ইহাই বুঝিবা আধুনিক আইন শৃঙ্খলা। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে যেসব লড়াই-সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, খণ্ড-লড়াই, খুন-জখম ও মৃত্যু এই রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের দৈনন্দিন ঘটনা। আজকাল খুন-মৃত্যুর সংবাদ না পাওয়া গেলে কেমন যেন লাগে।

ইহাই প্রশাসনিক ব্যবস্থার নূতন রূপরেখা। অথচ সাম্প্রতিক কালে কলিকাতা সফরে আসিয়া প্রধান মন্ত্রী এখানকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে গদগদচিত্ত করিয়াছিলেন। আর তাঁহার দিল্লী পাড়ি দেওয়া মাত্রই পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশী অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতায় সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি। রেলের ওয়াগন ভাঙ্গিয়া মাল লুণ্ঠিত হইত; হাসপাতালের ঔষধ অন্যত্র পাচার করিয়া বিক্রয় করা হইত। বেআইনী চোরাই চালান চলিত সোনারূপা ও মাদক দ্রব্যের। অবশ্য এখনও রেলের ওয়াগন ভাঙ্গিয়া লুঠ হয়, বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়, হাসপাতালে ঔষধ মিলে না, চোরাই চালানের জিনিস ধরা পড়ে কিছু কিছু। সরকারী তরফ হইতে ইহাকে সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ আখ্যা দেওয়া হয়। তবে আজকালকার সংঘর্ষ ও তাণ্ডবনৃত্য প্রশাসনিক দপ্তরের নিকট কিরূপে প্রতিভাত হইতেছে তাহাই প্রশ্ন। কোন্‌টা রাজনৈতিক তৎপরতা, কোন্‌টি সমাজবিরোধী কাজ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। না থাকাটাই ভাল; কারণ যখন যেমন সুবিধা, সেই নামে নিজের টিকি বাঁচান যায়। বন্যার জল চারিদিকে প্লাবিত হইলে খাল-বিল আপন সত্তা হারাইয়া একাকার হইয়া যায়। এই রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘর্ষ অথবা সমাজবিরোধী তাণ্ডব আজ বিরাট অরাজকতার বন্যায় এক হইয়া গিয়াছে। সবার আড়ালে যাহা সত্য, তাহা প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও অপদার্থতা। ভরত যদি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করিবার সময় ওই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে অযোধ্যার সাম্রাজ্যকে এইরূপ কাহিল অবস্থায় আনিয়া ফেলিতেন, তবে শ্রীরামের পিতৃসত্য পালন শিকায় তোলা থাকিত; চৌদ্দ বৎসরের চুক্তি শেষ হইবার পূর্বেই শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যের হাল ধরিতে হইত। কিন্তু আধুনিক রামরাজ্যের শ্রীরামচন্দ্র ঠুঁটা জগন্নাথ আর ভ্রাতৃভক্ত ভরত সাক্ষীগোপাল।

কিছুদিন হইতে একটি গালভরা কথা শুনা যাইতেছে। এই সমস্ত কাণ্ড নাকি নকশালপন্থীদের কাজ। নকশালী ক্রিয়াকাণ্ডে অনেকে দোষারোপ করেন, তাঁহাদের বিপ্লবসূত্রকে অনেকেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তবু একটি সত্যকে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। নকশালীদের কার্যধারা বড় বিচিত্র ধরণের। সভা-সমিতি করিয়া গলাবাজি ইহারা জানেন না। 'ঝাণ্ডা উচাঁ রহে হামারা'-র প্রতিযোগিতা তাঁহাদের মন্ত্র নয়; আর নাই তাঁহাদের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মত পারস্পরিক নিষ্ঠিবন নিক্ষেপের প্রবৃত্তি। তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত হউক, তাহার রূপায়ণে ক্রমশঃ আগাইয়া চলিয়াছেন। নকশাল কথাটি যত অল্পদিনের তাহার তুলনায় ইঁহাদের কর্মের প্রসার অত্যন্ত ব্যাপক। সরকার মুখে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, আর সরকারী মাইক্রো-ফোন সংবাদপত্রগুলিতে নকশাল দমনে সরকারের কৃতিত্ব জাহির করিতেছেন। তবু বাস্তব বলিতেছে যে, প্রশাসনিক বিভাগ একটা চরম অযোগ্যতার পরিচয় রাখিয়া যাইতেছেন। রাজ্যে যুবমন চরম হতাশা-নৈরাশ্যে ভরিয়া যাইতেছে। রুদ্ধ যুবশক্তি তাই আজ যেভাবেই হউক, প্রকাশের পথ খুঁজিয়া লইতেছে। জনজীবন এই অসহনীয় অবস্থায় কেবলই বিপর্যস্ত হইতে থাকিলে, সেই জনগণই যে এই অরাজকতার সামিল হইবেন না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। আর এইরূপ চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে প্রশাসনিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। তখন গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কোন ফল হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ কি সেই পরিণতির পথে যাইতেছে ?

জিয়াগঞ্জে

ত্রৈলোক্য মহারাজ

গত ২১শে জুলাই মঙ্গলবার আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ বাসীদের পক্ষ থেকে অগ্নিযুগের মহান বিপ্লবী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ) মহাশয়কে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জিয়াগঞ্জ লোঢ়া পার্ক ময়দানে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু সারাদিন অবিরাম বর্ষণের ফলে উহা সম্ভব হয়নি। বর্ষণকে উপেক্ষা করেও অগণিত মানুষ রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী জননেতাকে শ্রদ্ধা জানান। শ্রীপৎসিং মহাবিদ্যালয়ে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজের কর্মজীবনে যে কজন স্থানীয় কর্মী তাঁর সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অন্যতম শ্রীমতীলাল পাণ্ডে মহাশয় উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন। মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা

জানিয়ে ভাষণ দেন সর্বশ্রী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শৈলেন অধিকারী ও দুর্গাপদ সিংহ মহাশয়গণ। সভায় মহারাজের প্রিয় শিষ্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী মহাশয় মহান বিপ্লবী কর্মীর জীবনী সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। মানপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রীস্বরাজব্রত সেনশর্মা মহাশয়। বহু প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তাঁকে মাল্য অর্পণ করা হয়। মহারাজ ১৯১২ সালে পলাতক অবস্থায় জিয়াগঞ্জে আসার কথা উল্লেখ করেন এবং পূর্ব পাকিস্থানের নব গণজাগরণের কথা আবেগের সঙ্গে বর্ণনা করেন। পাক-ভারত উভয় দেশের যুব সমাজকে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান। সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীজগৎসিং লোঢ়া মহাশয় মহারাজকে একখানা খদ্দরের ধুতি ও একখানা গরদের চাদর উপহার দেন।

বিচিত্র দেশের বিচিত্র কাণ্ড !

এমন ঘটনা কোন দিন শুনেছেন ? কোন বয়স্থ শিক্ষিত ব্যক্তি অপর কোন বয়স্থ ব্যক্তির গাল কামড়ে ধরে। এই রকম একটা ঘটনা ঘটে গত ১৮ই জুলাই শনিবার কান্দী সেটেলমেণ্ট অফিসের (বি, ক্যাম্প) দু'জন সরকারী কর্মচারীর মধ্যে। কোন কারণে প্রচণ্ড বচসার সৃষ্টি হয়। বচসার মাত্রা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যার ফলে এক ব্যক্তি অপর জনের গাল কামড়ে ধরে। দংশিত সহকর্মীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়।

* হায়রে স্বাধীন সভ্য দেশের মানুষ !

চলতে শেখা চালাতে জানা

—শ্রীবৎস

ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আজ 'ভিয়েতনাম আমার নাম, লাল সেলাম—লাল সেলাম'—বলার মত দলের অভাব নেই। আর অভাব নেই—এই সব দলগুলোর প্রতি উন্নাসিক হওয়ার দলের। আধুনিক ভিয়েতনামের যে জাগরণ ঘটেছে, তার মূলে ছিলেন স্বর্গীয় ডঃ হো চি মিন। হো চি মিন ভিয়েতনামীদের একটি প্রিয় আপনজন। বস্তুতঃ ভিয়েতনামের জাতীয়তাবোধ এবং অদম্য দেশপ্রেম সঞ্চারের মূলে ছিল হো চি মিন-এর দৃঢ় নেতৃত্ব।

অথচ মানুষ হিসাবে কত সরল এবং সাদাসিধে ছিলেন তিনি। ডঃ হো চি মিন ভারতে এসেছেন সরকারী সফরে। তখন প্রধান মন্ত্রী স্বর্গত জওহর-লাল নেহরু। ভিয়েতনাম দূতাবাস হতে রাষ্ট্রপতি ভবন যাবেন ডঃ হো চি মিন। অপেক্ষমান মোটর দেখে জানতে চাইলেন পথের দূরত্ব। প্রায় এক মাইল শুনে পায়ে হেঁটে চলেছেন। ভারতের 'ভীপ'-রা আর কি করেন। পথে পেতে দেওয়া আছে লাল গালিচা। ডঃ হো বললেন যে এই দামী জিনিসের ওপর হেঁটে কি লাভ। কাজেই গালিচা সরিয়ে ফেলে মাটির ওপর হেঁটে গেলেন এই মহান বিপ্লবী।

আজ উন্নতিকামী দেশগুলো যদি তাদের অযথা ফাঁকা আড়ম্বর দেখাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এবং ভুয়া প্রেসটিজ রক্ষার জন্যে যদি পরের দুয়োরে হাত পাতে, তবে দেশের উন্নতির মূলে যে নবঘণ্টা তা কেউ বোঝে কি ? হো চি মিন-এর জন্যে ভিয়েতনাম হতে সেদিন কি প্লেনে করে গরু এসেছিল দিল্লীতে দুধের জোগান দিতে ? আমাদের দেশের নেতাদের জন্যে যায় বৈকি। ভিয়েতনাম আর ভারত—আয়তনে কত তফাৎ ! আর কত ফারাক উভয়ের চলার পদ্ধতিতে !

আমেদাবাদের এক দোকানদার শ্রীচণ্ডুলাল বাবুলাল পানডিয়া হরিয়ানা লটারির প্রথম পুরস্কার ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

যাঁরা ১৫ লক্ষের আশা করে ছিলেন, তাঁদের আমোদ বাদ। দোকানীবাবু এখন লাল।

* * *

চৌদ্দ বৎসরের শ্রীবেদপ্রকাশ কুস্তিতে স্বর্ণপদক পেয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

যেখানে বেদের প্রকাশ,
সেখানেই তাকত-বিকাশ।

* * *

'সর্দি, কাশি ও রোগীর পথ্য—
রক্ষিতের তাল মিছরি'—বিজ্ঞাপন

তাল মিছরির বেতালত্ব সম্পর্কে গ্যারান্টি চাই।

* * *

চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলতে বলায় মৎপুত্র হাবা এসে বললে—'বাক্স ডাকছে না ত, তোমার যা কথা।'

* * *

শোনা যাচ্ছে কেরলের নির্বাচনী ফল না দেখে প্রধান মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না।

অর্থাৎ কেরল তাঁকে বল দিতে পারে কিনা তিনি ভাবছেন, আর সেই বল নিয়ে তিনি এখানে গোল করবেন !

* * *

'কী মুস্কিল বলুন তো ? এসময়টা বাজারে যুৎমত মাছ পাচ্ছি না।'—কোন ভদ্রলোক।

—মাছেরা এখন স্বডিম্ব ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে গেছে। আর আপনার দারাপুত্রের মুখ-ব্যাজার বাজার করা দেখে ? সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। আমি যে আপনারই দলে।

NOTICE

It is notified for general information of the public that the R. T. A. Murshidabad at its meeting held on 24. 6. 70. Vide resolution No. 6 has decided to grant the temporary addl. trip on the route Berhampore — Raghunathganj against vehicle No. WGQ 937 on a permanent basis.

Representation to this effect under section 57 of the M. V. Act 1939 will be received by the undersigned up to 16. 8. 70.

The date, time and place at which the representation will be received, if any, will be considered by the R. T. A. Murshidabad will be intimated in due course.

Sd/- P. K. Bhattacharyya
Secretary, R. T. A., Murshidabad

ফরাক্কা ব্যারেজে ছাঁটাই চলছে—চলবে

ফরাক্কা ব্যারেজের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের দিন গুনছেন। ডিসেম্বরের শেষে ৩৫% কর্মী ছাড়া বাদবাকী ৬৫% কর্মী ছাঁটাই হচ্ছেন। গত ২৯শে মে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ফরাক্কা ব্যারেজ কর্মী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এই কর্মী ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফরাক্কা ব্যারেজে সোজাসুজি ভাবে নিয়োগ কৃত (egular staff) কর্মীদের ভেতর থেকেই মাত্র ৩৩% কর্মী ডিসেম্বরের শেষেও চাকুরীতে বহাল থাকবেন। ২৯শে মের বৈঠকে শ্রমিক কর্মী প্রতিনিধিদের মধ্যে শ্রীকে, জি, বসু, দীপেন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্মীসংগঠনের স্থানীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীন রাজনৈতিক নেতা শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার

গত ১৮ই জুলাই শনিবার বহরমপুরের প্রবীন রাজনৈতিক নেতা শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্যকে স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছেন। নকশালী কার্য্য-কলাপে তিনি নাকি যুক্ত এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পরলে রাজনৈতিক মহলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বর্ত্তমানে অনন্ত বাবুর বয়স ষাটের উর্দ্ধে।

চাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ করা হইবে!

গত ৯ই জুলাই মহাকরণে রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন যে সরকার ভূমিহীন কৃষকদের যে জমি বণ্টন করিয়াছেন উহা থেকে তাহাদিগকে উচ্ছেদের যে কোন প্রকার চেষ্টা রাজ্য সরকার সর্ব্বশক্তি নিয়োগে বন্ধ করিবেন। এজন্য পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগীয় অফিসারদের যুগ্ম উদ্যোগে শীঘ্রই এক ব্যাপক অভিযান সুরু হইবে। মহাকরণে নাকি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এরূপ অভিযোগ আসিয়াছে যে পূর্ব্বে অনেক গ্রামে তাঁহারা ভূমিহীন কৃষকগণের মধ্যে যে সকল জমি বিলি করিয়াছিলেন রাজনৈতিক দলগুলি নাকি অনেক স্থানে সেখান হইতে তাহাদের উৎখাত করিয়া নিজেদের দলীয় লোকদিগকে আনিয়া বসাইতেছে।

পাঁকের শামুক কি শঙ্খ হয়?

শ্লথপ্রকৃতির ব্যক্তিকে ঢিমা-তেতলায় কাজ করার জন্য 'শম্বুকগতি' আখ্যা প্রয়োগ করা হয়। পঙ্কের শামুকের শঙ্খ হওয়ার দ্যোতনা অন্যরূপ। শামুকের জন্ম খানা-ডোবার পঙ্কে। সমুদ্রের বিশাল পরিসরে শঙ্খের জন্ম। শঙ্খ দেবপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ; ইহার ধ্বনি মাঙ্গল্যের স্মারক। শঙ্খের অলঙ্কার কোথাও অবশ্য-প্রয়োজনীয়, কোথাও সৌখীন-বিলাস। সুতরাং যোগ্যতার দিক দিয়া শঙ্খের মর্যাদা ও আভিজাত্য আছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে শামুক যদি শঙ্খের পর্যায়ে উন্নীত হইতে চাহে, তবে তাহা হাস্যকর হইবে।

হাস্যকর নিশ্চয়ই হয়। মানুষের মধ্যে বহু শামুক শঙ্খ হইতে চাহেন। গতি তাঁহাদের ধীরে, ক্ষীণ প্রতিরোধ শক্তি। কর্মকাণ্ডের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। দুর্বল আবরণ মৃদু আঘাতে গুঁড়ো হয়। দেশের সমাজনীতি, রাজনীতিতে এইরূপ বহু শামুকের অনুপ্রবেশে দেশটা পঙ্কময় খানা-ডোবার সামিল হইয়াছে। ইহাদের কর্ম-কুশলতায় ঢিলা সমাজ-জীবন ও জটিল রাজনীতির আদর্শে অপূর্ব নিষ্ঠায় অগ্রগতি ব্যাহত। জাতীয় চরিত্রের কাঠামো ঘুণে ক্ষয় করিতেছে। শামুকেরা আস্ফালনে কম যায় না। তাই দেশের সর্বত্র সততার অভাব, সত্যের নির্বাসন।

রাজনীতিজ্ঞ শামুকেরা আপন কৃতিত্ব প্রচার করিয়া সার্বজনীন সমর্থন চাহিতেছেন। অথচ অদূরদর্শিতা ও পোকাখাওয়া-অযোগ্যতা চশমার মোটা কাচের মধ্য দিয়া তাঁহারা দেখিতে পান না। ঘোরাল রাজনীতির গগনে জোরাল প্রচার-ছটায় শামুকেরা শঙ্খ হন। আর জোয়াল কাঁধে পড়িলে 'ত্রাহি মাম্ ·····'।

পাড়ার কাতু খুড়ো প্রবন্ধের শিরোনামটি প্রায়শঃ ব্যবহার করেন। প্রথম প্রথম ধোঁয়াটে লাগিত। হাওয়াগাড়ী রাস্তায় বিকল; চালক ইহাকে সচল করিতে প্রচুর ধকল সহিতেছে। ভ্রাতুষ্পুত্রবেষ্টিত খুড়ো বলিলেন, "হুঁ! ষ্টিয়ারিং ধরলেই ড্রাইভার। পাঁকের শামুক শঙ্খ সেজেছেন।" তাৎপর্য কিছুটা বুঝা গেল। দেশময় হৈ-হল্লা—·····'আমাদের দাবী মানতে হবে,'·····মিছিল, লাঠি-গ্যাস-গুলী প্রয়োগ, ধরপাকড়; রেশন বরাদ্দ কমিল, বাজেটে আরও ঘাটতির দরুণে কর বৃদ্ধি, মন্ত্রীত্বের লাঠা-লাঠি—রাষ্ট্রপতির শাসনজারী; নির্বাচনী তোড়জোড় ইত্যাদি ইত্যাদি। সংবাদপত্র হইতে চোখ ফিরাইয়া ঢোক গিলিয়া খুড়োর অমৃতভাষণ—'এই সব শামুকে করবে সমস্যার সমাধান! ভোট চেটে শঙ্খ হয়েছেন।' মালিক-শ্রমিক বিরোধ, বড় বড় শিল্প উৎপাদনে বহু ব্যাঘাত, বৈদেশিক বাণিজ্যে মন্দা, শিক্ষা জগতের ব্যাপক গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা, ক্রমবর্দ্ধমান চোরাকারবার ও মজুতদারীর দাপটে দেশব্যাপী 'নাই নাই'। একই কথার পুনরাবৃত্তি করিবার পূর্বে খুড়ো নস্যের ডিবায় টোকা দিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রেরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন।

মেকি আজ আসল সাজিয়া কত না অনর্থই না ঘটাইতেছে। নিজের ঢাক নিজে পিটিয়া সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারিলেও পরিশেষে সমাজের শামুক-গুগ্‌লি হাঁসের খাদ্য হইবে। গণতন্ত্রে এই কথাই বলে।

কথায় আছে, 'নাই কাজ ত খই ভাজ।' প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, খই ভাজা চলিতেছে। অবশেষে ভাতের ধানও খই ভাজিয়া শেষ হইতেছে। খেয়াল করে কে? স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই জাতিগঠনের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ার দরকার। এইজন্য সকলকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। কার্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, গত তেইশ বছরের মধ্যে জাতীয় শৃঙ্খলা ও ঐক্য তথা জাতীয় সংহতি আজ বহু দূরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। রাহুমুক্তি না হইলে কল্যাণের পথ কোথায়? আর সেইজন্য প্রয়োজন একটা সার্বজনীন আত্মসমীক্ষা।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল

জিনদীঘি হাই স্কুল

১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১ জন প্রথম বিভাগে (এডিঃ অঙ্কে লেটার), ৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ১ জন কম্পার্টমেণ্টাল ও ১ জন সাপ্লিমেণ্টারী পাইয়াছে।

সেখদীঘি হাই স্কুল

১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ১ জন কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে।

উপরোক্ত স্কুল দুইটীর পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। আমরা উভয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রমুখ শিক্ষকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

Wanted in the deputation vacancy one B. Sc. (obtained at least 60% marks in Math. and 55% marks in Physics) and one B. A. Hons. strong in Geography for Jangipur M. High Madrasah. Interview on 1. 8. 70. at 2-P. M. Apply with the attested copies of all mark-sheets of all exams from S. F./H. S. Exam. onwards to the Administrator, P. O. Raghunathganj, Murshidabad on or before 31. 7. 70.

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

২৪নং ৬৯ পার্টিসান

বাদী—কৈকেয়ী ঘোষাণী

বিবাদী—নকড়ি ঘোষ দিং

যেহেতু উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বাদী কৈকেয়ী ঘোষাণী থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা শ্রীকান্তবাটী মধ্যে ৮৪নং খতিয়ান ভুক্ত ৯১১নং দাগের ০৫ শঃ, ৯১১/১৬২২নং দাগের ০২ শঃ, ৯১১/১৬২৪নং দাগের ১২ শঃ, ৯১২নং দাগের ০৩ শঃ, ও ৭৫৯নং খতিয়ানে যে ৯১১/১৬২৩নং দাগের ০৫ শঃ একুনে ২৭ শঃ ভূমি মধ্যে নিজ স্বত্ব দখলীয় ৮৷৷০ শঃ ভূমি চিহ্নিত মতে বিভাগ বণ্টনের প্রার্থনা করিয়াছেন এবং যেহেতু নালিশী ভূমি মধ্যে ৯১২নং দাগের ইন্দারা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য উল্লেখে রেকর্ড হইয়াছে। সেমতে গোপালনগর গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে ঐ গ্রামের মৃত রামেশ্বর ঘোষের পুত্র শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ ও মৃত দ্বারক ঘোষের পুত্র বন্যেশ্বর ঘোষ বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং ঐ বিষয়ে উক্ত গ্রামের অন্য কোন ব্যক্তি বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা করিলে তাহারা এই মোকর্দ্দমায় পক্ষ হইতে পারেন তজ্জন্য আগামী ১৯-৮-৭০ তারিখ দিন ধার্য্য করা হইল। ইতি

By order of the Court
Sd/- H. K. Roy,
Sheristadar, Munsif's 1st Court, Jangipur

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই আগষ্ট, ১৯৭০

১৯৬৯ সালের ডিক্রিজারী

১৭ অন্য ডিঃ মোহনলাল সেরাওগী দেঃ অজেদ আলি সেখ দাবি ১০৮·৩৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দিয়াড় রাণীনগর ৯৭ শতকের কাত ১৷৷৵০ তন্মধ্যে ৭ শতক হারাহারি খাজনা ৵৯ পাই আঃ ১৫৲ স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট থানা ঐ মৌজে রাণীনগর ৩·১৮ শতকের কাত ৩৷০ তন্মধ্যে ২১ শতক হারাহারি খাজনা ৵০ আঃ ৮০৲ স্থিতিবান স্বত্ব।

৩ স্বত্ব ডিঃ গোলেনুর বিবি দেঃ আমিন বেওয়া দিং দাবি ৫১·৫৭ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সুজাপুর ১৯ শতকের কাত ২৮৭ আঃ ২০০৲ খং ২৭৭ রায়ত স্থিতিবান।

NOTICE

In pursuance of section 57 of the M. V. Act 1939 (Act IV of 1939), read with sub rule (b) of Rule 57 of M. V. Rules, 1940, it is notified for information of all concerned that the following number of valid applications as mentioned against the bus routes, have been received in the office of the undersigned, for grant of permanent route permit for the stage carriage to be provided against the route.

Name of the route	No of permit	Total No. of valid applications received
(1) Berhampore—Radhanagarghat	One	13
(2) Berhampore—Farrakka (Express)	Two	61

The list of these applicants showing name and addresses will be kept displayed on the notice board of the R. T. A. Murshidabad for inspection from 20. 6. 70. Representations, if any, in connection with the above subject be received by the undersigned up to 5. 8. 70. for consideration. The above applications and representations received, if any, will be considered by the R. T. A. Murshidabad, at its meeting to be held after 5. 8. 70. in the office of the District Magistrate, Murshidabad. The actual date of the said meeting will be notified in due course.

Secretary, R. T. A.
Murshidabad

পরলোকে প্রাণতোষ ঘটক

গত ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রে 'বসুমতী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট কথাশিল্পী প্রাণতোষ ঘটক মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সহিত এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) মহাশয় গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা সেই পুণ্যময় দিনগুলি স্মরণ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-86.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঁচাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)